যায়যায়দিন

তারিখ 4 AUG 2013
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সৃজনশীল প্রশ্নপত্রে বেশি ফেল

যাযাদি রিপোর্ট

এইচএসসিতে সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতিতে নেয়া পরীক্ষার বিষয়গুলোতে শিক্ষার্থীরা বেশি ফেল করেছে। যার প্রভাব পড়েছে গড় পাসের হারে। এতে ৮টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এইচএসসি পরীক্ষায় পাসের হার ও জিপিএ-৫ প্রাপ্তির সংখ্যা কমেছে।

ফলাফল বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, এবার ইংরেজি বিষয়ে ফেল করেছে সবচেয়ে বেশি। কোনো কোনো বোর্ডে কেবল ইংরেজিতে গত বছরের চেয়ে পাসের হার শতকরা ১০ ভাগ কমেছে। এ ছাড়া সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত বিজ্ঞান শাখায় রসায়ন, ব্যবসায় শিক্ষা শাখায় ব্যবসায় নীতি ও প্রয়োগ এবং মানবিক শাখায় পৌরনীতি বিষয়ে পরীক্ষার্থীরা বেশি খারাপ করেছে। এবারই প্রথমবারের মতো উচ্চ মাধ্যমিকে এ বিষয়গুলো সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে।

ফলাফলে দেখা যায়, ঢাকা বোর্ডে বাংলায় গত বছর পাস করেছে ৯৮.০৯ শতাংশ, এবার পাস করেছে ৯৫.২৯ শতাংশ। ইংরেজিতে গতবার ৮৭.৪৩ শতাংশ, এবার পাস করেছে ৮২.৩০ শতাংশ। রসায়নে গতবার ৯০.৭৭ শতাংশ, এবার ৮০.৯৫ শতাংশ। হিসাববিজ্ঞানে গতবার ৯৮.৪৩ শতাংশ, এবার ৯৬.৭৪ শতাংশ। পৌরনীতিতে গতবার ৯২.৫৫ শতাংশ, এবার ৯৪.৮৩ শতাংশ। ব্যবসায়নীতিতে গতবার ৯৭.২৫ শতাংশ, এবার পাস করেছে ৯৫.৫৮ শতাংশ। কুমিল্লা বোর্ডে বাংলায় গত বছর পাস করে ৯১.৩৮ শতাংশ, এবার ৮৯.৭৩ শতাংশ, ইংরেজিতে গতবার ৮৭.১৬ শতাংশ, এবার ৭৫.০৬ শতাংশ, রসায়নে গতবার ৮২.৮৪ শতাংশ, এবার ৭৯.৫২ শতাংশ, পৌরনীতিতে গতবার ৮৭.০৪ শতাংশ, এবার ৮৫.৩১ শতাংশ, ব্যবসায়নীতিতে গতবার ৯৪.৬০ শতাংশ, এবার ৮৪.৫৬ শতাংশ।

চট্টগ্রাম বোর্ডে রসায়নে

ফেল : পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৬

ফেল : সৃজনশীল

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

গতবার পাস করে ৮০.৭৪ শতাংশ, এবার ৭২.৪৯ শতাংশ, হিসাববিজ্ঞানে গতবার ৯৭.২৮ শতাংশ, এবার পাস করেছে ৯৪.৪৭ শতাংশ, পৌরনীতিতে গতবার ৮৬.৮২ শতাংশ, এবার পাস করেছে ৭৩.৩৩ শতাংশ। ব্যবসায়নীতিতে গতবার ৯৪.০৭ শতাংশ, এবার পাস করেছে ৭২.৮৪ শতাংশ। বরিশাল বোর্ডে রসায়নে গতবার পাস করেছে ৮৫.৩২ শতাংশ, এবার ৭১.৫৪ শতাংশে পাস করেছে। দিনাজপুর বোর্ডে রসায়নে গতবার পাস করে ৮০.৮৮ শতাংশ, এবার পাস করেছে ৬৮.৩২ শতাংশ। যশোর বোর্ড রসায়নে গতবার পাস করে ৮৬.১৭ শতাংশ, এবার পাস করেছে ৭৭.৪৫ শতাংশ। ব্যবসায়নীতিতে গতবার পাস করে ৯৫.৬৩ শতাংশে, এবার পাস করেছে ৮৮.৭১ শতাংশ। রাজশাহী বোর্ডে বাংলা, ইংরেজি এবং রসায়নে এবার গত বছরের চেয়ে এবার কম পাস করেছে।

বিগত ৪ বছরের মধ্যে চট্টগ্রাম বোর্ডে এইচএসসি পরীক্ষায় এবার পাসের হার সর্বনিম্ন। এবার পাস করেছে ৬১.২২ শতাংশ। যেখানে গত বছর পাসের হার ছিল ৭২.৩১ শতাংশ। চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ড. পীযূষ কান্তি দত্ত বলেন, ইংরেজিতে ফলাফল খারাপ হওয়ায় ফলের বিপর্যয় হয়েছে।

মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ ড. শাহান আরা বেগম বলেন, সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতি বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার একটি নতুন সংযোজন। ফেলের পেছনে এটি একটি বড় কারণ হতে পারে। শিক্ষার্থীরা এসএসসিতে সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতি পেয়েছে। কিন্তু শিক্ষকদের সরকারিভাবে এ বিষয়ে কোনো প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়নি। অনেক পরে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে। তাও আবার একটি কলেজে প্রতি বিষয়ে মাত্র একজন করে শিক্ষক প্রশিক্ষণ নেয়ার সুযোগ পাচ্ছেন।